A-3505

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ

যোগাযোগ ও স্থানীয় সরকার সেক্টর

"বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ" শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের চূড়ান্ত প্রতিবেদন (২০১২-২০১৩)

প্রস্তুতকারক ঃ

প্রকৌশলী শৈলেন্দ্র নাথ সরকার

সিনিয়র সিভিল ইঞ্জিনিয়ার

ব্যক্তি পরামর্শক, আইএমইডি ।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ (Executive Summary)

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, সরকারের গণখাতে বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে, যাতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্প যথাযথ বাস্তবায়নে সময়চিত পদক্ষেপ গ্রহন করতে পারে। প্রকল্প পরিবীক্ষণের মাধ্যমে আইএমইডি প্রকল্পের প্রকৃত বাস্তবায়ন অগ্রগতি, কাজের গুণগত মান এবং বাস্তবায়নে চিহ্নিত সমস্যাদি বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে অবহিত করে গ্রহণীয় পদক্ষেপ নেয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকে।

আইএমইডি সকল এডিপিভূক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের পাশাপাশি ২০০৪ সাল থেকে এডিপিভূক্ত সীমিত সংখ্যক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ করে আসছে। একই ধারাবাহিকতায় চলতি ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় এডিপিভূক্ত ''বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ'' শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন সিনিয়র সিভিল ইঞ্জিনিয়ারকে ব্যক্তি পরামর্শক হিসাবে নিয়োগ দান করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে পরামর্শকের কার্যপরিধি (TOR) মোতাবেক নিবিড় পরিবীক্ষণের কাজ পরিচালিত হয়েছে।

''বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ'' শীর্ষক প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে (ক) গ্রামীণ জনগণকে নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে পানি বাহিত ও পানি সংক্রান্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাসকরণ (খ) নিরাপদ পানি সরবরাহের আওতা বৃদ্ধিকরণ (গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ কালীন সময়ে এবং দুর্যোগের পর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রাখা।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। চুক্তির শর্তানুসারে পরিবীক্ষণ কার্যক্রম ৩ (তিন) মাসের মধ্যে সমাপ্ত করার কথা। তবে এ কাজ ৩ (তিন) মাসের মধ্যে শেষ করা কঠিন। পরামর্শকের কার্যপরিধি অনুসারে তার কাজ হচ্ছে ''বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ'' শীর্ষক প্রকল্প এলাকায় ১২ টি জেলার ২৪টি উপজেলায় (প্রতি জেলায় ২টি করে) বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন ওয়াটার পয়েন্ট গুলোর কাজ সরেজমিন পরিদর্শন করে প্রকল্পের খাত ওয়ারী ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি যাচাই করা, প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নে সার্বিক সমস্যাদি চিহ্নিত করা এবং সমস্যাদি নিরসনে পদক্ষেপ গ্রহনের সুপারিশ করা, ডিপিপিতে উল্লেখিত ওয়াটার পয়েন্টের সংখ্যা ভিত্তিক জেলা ওয়ারী বিভাজন যথাযথ ভাবে রক্ষা করা হচ্ছে কিনা যাচাই করা, বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত অগ্রগতি প্রতিবেদন মাঠপর্যায়ের বাস্তব অগ্রগতির সহিত যাচাই করা , পিপিআর অনুসরণ করে ক্রয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে কিনা পরীক্ষা করা, প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক পর্যালোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানে সুপারিশ করা ইত্যাদি। সমগ্র বাংলাদেশে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পটির আওতায় নির্বাচিত যে ১২টি জেলায় নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে সেগুলোর নাম ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নওগাঁ, পাবনা, যশোর,বরিশাল, ফিরোজপুর, ঝিনাইদহ, সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলা। গত ০৬ ডিসেম্বর- ২০১২ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হওয়ার পর তথ্য সংগ্রহকারীদের সহযোগে নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়।

পরামর্শকের কার্যপরিধি (TOR) এবং নিবিড় কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রণিত প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (Inception Report) আইএমইডি কর্তৃক অনুমোদনের পর প্রতিবেদনে উল্লেখিত Methodology অনুসরণ করে নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করা। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, সংশ্লিস্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক,নির্বাহী প্রকৌশলী ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সহিত প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। তাঁদের দপ্তর হতে প্রকল্পের ডিপিপিসহ হালনাগাদ জেলাওয়ারী ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হয়। প্রকল্প পরিচালক তাঁর দপ্তর হতে নিবিড় পরিবীক্ষনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। তা'ছাড়া নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য চুক্তিপত্রে কার্যপরিধি মোতাবেক আইএমইডির যোগাযোগ ও স্থানীয় সরকার সেক্টরের মহাপরিচালক, স্থানীয় সরকার সাবসেক্টরের পরিচালক ও উপ-পরিচালক এর সহিত কাজের ব্যাপ্তি সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করে কাজ শুরু করা হয়। আলোচ্য প্রকল্পটি সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী বাস্তবায়িত হচ্ছে। ডিপিপি অনুযায়ী ২০১০-২০১১ অর্থ বছর হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত এই তিন (৩) অর্থ বছরের মধ্যে মোট ১,২১,০৭০টি বিভিন্ন ধরণের ওয়াটার পয়েন্টের স্থাপনা শেষে দেশের অন্তত ৯০ জনের জন্য একটি করে ওয়াটার পয়েন্ট প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে প্রকল্প মেয়াদ জুন, ২০১৩ হতে বৃদ্ধি করে জন,২০১৪ পর্যন্ত ১(এক) বৎসর বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ৬৯৯৯৯.৪৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

(TOR) অনুযায়ী নিয়োজিত ব্যক্তি পরামশর্ক কর্তৃক প্রকল্প এলাকার নির্দ্ধারিত ১২টি জেলার ২৪টি উপজেলায় কাজ পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনকৃত জেলাগুলোসহ সংশ্লিষ্ট উপজেলাগুলোর তালিকা কার্যপরিধি (TOR) এর ক্রমিক ১.১.৯ এ দেয়া আছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং তৎপ্রেক্ষিতে নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের বিবরণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে যে কর্মপদ্ধতিতে নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে সেগুলো হলোঃ

(ক) প্রকল্প ছক, অগ্রগতির প্রতিবেদন, দরপত্র এবং ক্রয়সংক্রান্ত তথ্যাদির দলিল পর্যালোচনা (খ) মাঠপর্যায়ে ১২টি জেলায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা (গ) মন্ত্রণালয়/ডিপিএইচই সদর দপ্তর/সংশ্লিষ্ট জেলাপর্যায়ের কর্মকর্তা এবং ঠিকাদারদের সাথে প্রকল্পবাস্তবায়ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা, সমস্যাবলী চিহ্নিত করা ও উহা সমাধানের উপায় নিরূপণের পদক্ষেপ নেয়া (ঘ) কাজের গুণগতমান পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজনে পানি পরীক্ষার জন্য জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা (ঙ) নির্দ্ধারিত ১২টি জেলার ৬টি জেলায় দৈবচয়নের মাধ্যমে ৬টি টিউবওয়েল নির্বাচন পূর্বক Sample সংগ্রহ করে আর্সেনিক বা অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদান আছে কিনা তা ডিপিএইচই'র ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করা (চ) পরিশিষ্ট-ক তে সংযুক্ত ছক এবং প্রশ্নমালা অনুযায়ী বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন কাজের উপাত্ত সংগ্রহ করা এবং উহা বিশ্লেষণ করা (ছ) পরিশিষ্টে সংযুক্ত নির্দিষ্ট ছক অনুসরণে পূর্ত কাজের প্রকিউরমেন্ট দলিল ও ক্রয় সংক্রান্ত হিসাবাদি পরীক্ষা করা (জ) প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সুফল প্রাপ্তি এবং প্রশ্নমালার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহকারীদের সহায়তায় সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেণ করা (ঝ) বিভিন্ন সময় কর্তৃপক্ষের

চাহিদা মোতাবেক প্রতিবেদন প্রণয়ন করতঃ ওয়ার্কশপে উপস্থাপন করে চূড়ান্ত করা। উপরোক্ত পদ্ধতির আলোকে প্রথমেই প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সহিত প্রারম্ভিকভাবে প্রকল্পের আদ্যপান্ত নিয়া বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উক্ত দপ্তর হতে প্রকল্পের ডিপিপি সহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করা হয়। অতঃপর পরিকল্পিত ভ্রমণসূচী অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহকারীদের সহযোগে নির্ধারিত জেলা সমূহের উপজেলাগুলো থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এর ভিত্তিতে পরামর্শক ব্যক্তিগত ভাবে প্রতি জেলায় নমুনা ভিত্তিক কাজ পরিদর্শন করেন এবং উক্ত পরিদর্শনের ভিত্তিতে তথ্যাদি বিশ্লেষণ করেন। প্রতিটি জেলায় বিভাগীয় প্রকৌশলী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সহিত কাজের অগ্রগতি, কাজ করতে বিভিন্ন সমস্যাদি এবং উহা সমাধানের বিষয়ে কি ধরণের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা নেয়া হয়। তা'ছাড়া নির্দ্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রতিটি জেলা হতে সংশ্লিষ্ট উপজেলার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সহযোগে ব্যক্তিগতভাবে কাজের সাইটে গিয়া কাজের ভৌত অবকাঠামো পরীক্ষা করা সহ পানির উৎসের জন্য ডিপিপি এর নির্দেশনা মোতাবেক নির্ধারিত নীতিমালা অনুসারে স্থান নির্বাচন হয়েছে কিনা, নলকূপের পানি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খনিজ পদার্থ মুক্ত কিনা, নলকূপ স্থাপনাটি জনগণের উপকারে লেগেছে কিনা, প্রকল্প বাস্তবায়নে পিপিআর এর পদ্ধতি বা নীতিমালা যথাযথ ভাবে অনুসৃত হয়েছে কিনা, দৈবচয়নের মাধ্যমে অন্ততপক্ষে ৫/৬টি নলকূপের পানির নমুনা সংগ্রহ করে উহা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ল্যাবরেটরীতে আর্সেনিক, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রণ ও ক্লোরাইড এর পরিমাণ নির্ধারণে ব্যবস্থা নেয়া, প্রকল্প বাস্তবায়নে জনগণের সুফল প্রাপ্তি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা, প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যাদি চিহ্নিত করা এবং চিহ্নিত সমস্যাদির আলোকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ প্রদান করা ইত্যাদি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ভাবে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

পরিদর্শনান্তে লক্ষ্য করা যায় যে, পানির উৎসের স্থান নির্বাচনে প্রায় ৫৫% থেকে ৬০% স্থানে নীতিমালা অনুসরণ করা হয় নাই। ফলশ্রুতিতে প্রকল্পের মূল উদ্দ্যেশ্য ব্যহত হচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে ইউনিয়ন WATSAN কমিটির কোন ভূমিকা নেই। ইউনিয়ন WATSAN কমিটির ভূমিকা পূনঃ চালু করা হলে উৎসের স্থান নির্বাচনে উহা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পরিদর্শনকৃত প্রায় ৬০% থেকে ৬৫% নলকূপের পানিতে আয়রণ লক্ষ্য করা গেছে। এ বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ সাময়িক ভাবে নলকূপের পানি আয়রণ মুক্ত করার জন্য স্বল্প খরচে লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে পানি ফিল্টার পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পারেন। এ ছাড়া আয়রণ মুক্ত পানির স্তর নির্ধারণ পূর্বক নলকূপ স্থাপন করা প্রয়োজন। স্থাপিত নলকূপের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে প্রায় ২৫%-৩০% অবৈধ ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ঐ নলকূপগুলো একক বাড়ীতে বা ভাড়াটিয়াদের বাসায় পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় যে গড় গভীরতায় ভালো পানির স্তরের ম্যাপিং করা আছে সেটা বর্তমানে খুব একটা কার্যকরী নেই । মৌলভীবাজার, সিলেট এবং চট্টগ্রাম জেলায় বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে শ্রমিকের মজুরী তুলনামূলক ভাবে বেশী। সে কারণে এই অঞ্চলে চলতি রেইট সিডিউল ব্যবহার করে প্রাক্কলন তৈরী করতঃ

বারবার টেন্ডার করেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক ঠিকাদার দরপত্রে অংশগ্রহণ করে না। এর কারণ হিসেবে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রে মাটির নিচে পাথর থাকায় 'বোরিংমিস' হয়। ফলে ঠিকাদারের খরচের পরিমান বেড়ে যায়। উপরোক্ত কারণে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর এ অঞ্চলে দেশের অন্যান্য এলাকার চেয়ে আলাদা রেইট সিডিউল প্রনয়ণ করার ব্যপারে চিন্তা ভাবনা করতে পারেন। কয়েকটি জেলায় কিছু লটের কার্যাদেশ বেশী উর্দ্ধদরে প্রদান করা হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয় (পৃঃনং-৩৮)। জেলাগুলোর মধ্যে নেত্রকোনা, নওগাঁ, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, মৌলভীবাজার, সিলেট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত জেলায় প্রদেয় কার্যাদেশে উর্দ্ধদরের পরিমান ৭.২৯% থেকে ৩৫.৭৫%। কিন্তু অন্যান্য জেলাগুলোতে এমনকি একই উপজেলায় একই ধরণের কাজের অনেক লটে যথেষ্ট নিম্নদর লক্ষ্য করা যায়। আরো লক্ষ্যণীয়, যে সকল লটের নলকূপের সংখ্যার পরিমান বেশী সে সকল লটের টেন্ডারের দর বেশী উর্দ্ধহারে। কিন্তু যে সকল লটে নলকূপের সংখ্যা কম সে গুলোর দেয়দর যথেষ্ঠ কম।

ডিপিএইচই কর্তৃক স্থাপিত নলকূপগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা নেই যার ফলে নলকূগুলো অকেজো হলে উহা দ্রুত মেরামত করা সম্ভব হয় না। এ বিষয়ে প্রচলিত পদ্ধতিতে অকেজো নলকূপের মেরামতের ব্যবস্থা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিতে তড়িৎ মেরামতের সুযোগ নেই। প্রকল্পের মাঠপর্যায়ে জানুয়ারী/২০১৩ মাসের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৫০% এবং এডিপি বাস্তব অগ্রগতি ৫৫%। কিন্তু জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে দেখানো ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৪৮.৮৫% এবং এডিপি বাস্তব অগ্রগতি ৬০.৮৮% ।

মাঠ পর্যায়ে পরিবীক্ষনান্তে আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা এবং অগ্রগতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মাঠ পর্যায়ের আর্থিক অগ্রগতি প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে প্রদর্শিত অগ্রগতির সাথে তেমন কোন হেরফের লক্ষ্য করা যায় নাই। পিপিআর এর আলোকে মাঠ পর্যায়ের প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত সংগৃহীত তথ্যাদি (পরিশিষ্টের-৪৬ নং পৃষ্টায় সংযুক্ত ছকে) পর্যালোচনায় পিপিআর এর নীতিমালার সহিত কোন অসংগতি পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অন্তবর্তীকালীন স্বল্প সময়ে পরিবীক্ষণের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং প্রাপ্তি বিশ্লেষনান্তে লক্ষ্য করা যায় যে গ্রামীণ জনগোষ্টীর নিরাপদ পানির আওতা বৃদ্ধি সহ পানির অভাব কিছুটা দূর হয়েছে। সময়ানুপাতিক হারে প্রকল্পের লক্ষ্য মাত্রা অর্জিত হলে প্রকল্পের সুফল বর্তমানে আরোও স্পস্ট দৃশ্যমান হতো। এছাড়া বর্তমানে ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার চাপে সুফল প্রাপ্তি কিছুটা ম্রিয়মান। জনসাধারণের মাঝে বিশুদ্ধ পানির গুরুত্ব এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পানি বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় প্রকল্পের গৃহীত কার্যক্রম যথেষ্ট নয়।

নিবিড় পরিবীক্ষনান্তে প্রাপ্ত তথ্য (Findings) ঃ প্রকল্পের পানির উৎসের স্থান নির্বাচনে নির্বাচনী নীতিমালা যথাযথ ভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে না বিধায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হচ্ছে। উপজেলা WATSAN কমিটিতে নির্বাচনী নীতিমালা যথেষ্ট জোরালো ভাবে উপস্থাপিত না হওয়ায় এ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। পরিদর্শনকৃত উৎসগুলোর মধ্যে শতকরা প্রায় ২৫-৩০ ভাগই ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে পানি ব্যবস্থাপনায় ব্যঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। তাছাড়া পানির

উৎসগুলোর শতকরা প্রায় ৬০-৬৫ ভাগ উৎসের পানিতে কমবেশী আয়রণ লক্ষ্য করা যায়। কোন কোনটিতে আবার অসহনীয় মাত্রায় আয়রণ পাওয়া যায় (পৃঃনং-৪২)। বর্তমানে ডিপিএইচই এর ব্যবহৃত পানির স্তরের ম্যাপিং কার্যকরী হিসেবে গ্রহণীয় নয়। সে কারণে নতুন ভাবে প্রয়োজনে বিভিন্ন এলাকার ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নির্দ্ধারণ পূর্বক উক্ত ম্যাপিং হালনাগাদ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

প্রকল্পটি যেহেতু গ্রামীণ জনগোষ্টীর পানির চাহিদা পূরণের জন্য গৃহীত হয়েছে সেহেতু পানির উৎসগুলোর স্থান নির্বাচন গ্রামীণ এলাকায় সীমাবদ্ধ রাখা উচিৎ। উল্লেখ্য চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার শহরাঞ্চলে ৬টি উৎসের স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকায় পরিবহণ ব্যয়, শ্রমিকের মজুরী এবং স্থানীয় পরিবেশ ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় সমগ্রদেশের একই রেইট সিডিউল প্রযোজ্য নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে বিভাগীয় মালামাল যথা সময়ে যথা স্থানে না পৌছার কারণে কাজের গতি মন্থর হয়।

কোন কোন জেলায় একই ধরণের কাজের কিছু কিছু লটের দরে তুলনা মূলক ভাবে যথেষ্ট উচ্চহার লক্ষ্য করা যায়। (পৃঃনং-৩৬) এই প্রকল্পে ইউনিয়ন WATSAN কমিটির কার্যক্রম বন্ধ রাখায় পানির উৎসের স্থান নির্বাচনে সমস্যা হচ্ছে। ডিপিএইচই দ্বারা সংস্থাপিত নলকূপগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের যে পদ্ধতি চালু আছে তাতে অকেজো নলকূপগুলোর সত্তর মেরামতের সুযোগ নেই। যার ফলে দীর্ঘদিন নলকূপগুলো অকেজো থেকে যায়।

প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণে সহযোগীতার জন্য ৮ জন তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ করা হয়। তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রণীত প্রশ্নমালা (পৃষ্টা নং-৪৭-৪৮)এর মাধ্যমে তথ্য সংগহকারীগণ যে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন তা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্টীর পানির চাহিদা যথেষ্ট পূরণ হয়েছে এবং অনেক অঞ্চলে পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস পেয়েছে।

নিবিড় পরিবীক্ষণান্তে উপরোক্ত প্রাপ্ত তথ্য (Findings) গুলোর আলোকে সুপারিশমালা (Recommendations); পানির উৎসের স্থান নির্বাচনে সরকারীর নীতিমালা অনুসরণ করা প্রয়োজন । পানির উৎসের স্থান নির্বাচনে সরকারী নীতিমালা অনুসরণকল্পে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষকে, উপজেলা WATSAN কমিটির সদস্যবর্গকে উদ্বুদ্ধ করণে আরো সচেষ্ট হতে হবে। পানির উৎস যেন ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবহৃত না হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে তদারকি কাজে বিশেষ তৎপর হতে হবে। উল্লেখ্য, পরিদর্শনকৃত শতকরা প্রায় ২৫-৩০ টি পানির উৎস ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রায় অধিকাংশ পানির উৎসেই কমবেশী আয়রণ পরিলক্ষিত হয়। পানির আয়রণ দূরীকরণে ডিপিএইচইকে স্বল্পমূল্যে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে হবে। বর্তমানে বিভিন্ন এলাকায় নতূন ভাবে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নির্দ্ধারণ পূর্বক পানির স্তরের ম্যাপিং করা প্রয়োজন। যা পরবর্তীতে কার্যকর ভাবে অনুসরণ করে নলকূপ স্থাপন করা যাবে। প্রকল্পের নীতিমালা অনুসারে শহরাঞ্চলে নলকূপের স্থান নির্বাচন না করে গ্রামীণ জনগোষ্টী অধ্যুষিত এলাকায় স্থান নির্বাচন করা প্রয়োজন।

বিভিন্ন অঞ্চলের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে অঞ্চল ভিত্তিক রেইট সিডিউল প্রণয়ন করা প্রয়োজন। কাজের গতি চলমান রাখতে বিভাগীয় মালামাল যথাসময়ে যথাস্থানে পৌছানো নিশ্চিত করতে হবে। লক্ষ্যকরা গেছে যে, বড় বড়

লটের দেয়দর একই প্রকার কাজের ছোট ছোট লটের দেয় দর যথেষ্ট কম। অতএব ছোট ছোট লট তৈরী করে টেন্ডার আহবান করলে সুফল পাওয়া যাবে। ইউনিয়ন WATSAN কমিটি চালু থাকলে উৎসের স্থান নির্বাচনে ভাল ফল পাওয়া যাবে। প্রকল্পের নলকূপগুলো রক্ষণাবেক্ষনের জন্য বিভাগীয় মেকানিক্সগণ বাধ্যতামূলক ভাবে নির্ধারিত সময় অন্তর অন্তর সংস্থাপিত নলকূপগুলোর অবস্থা সরজমিন পর্যবেক্ষণ করে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট দাখিল করার ব্যবস্থা নিলে এবং সে অনুসারে কর্তৃপক্ষ দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারবেন। সর্বোপরি প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে প্রকল্পের কাজ তদারকিতে আরো বেশী সতর্ক হতে হবে।

৫.০ প্রাপ্ত তথ্য বা (Findings) এর আলোকে সুপারিশমালা (Recommendation) ঃ

ক) বিভাগীয় প্রকৌশলীগন/প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং পানির উৎসের স্থান নির্বাচন সম্পর্কীয় নীতিমালা জোড়ালোভাবে উপজেলা WATSAN (Water And Sanitation) কমিটিতে উপস্থাপন করবেন এবং কমিটির মাননীয় সদস্যবর্গকে যথাযথভাবে অবগত করবেন। এক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্যকে নীতিমালার একটি করে কপি পূর্বাহ্নেই সরবরাহ করা যেতে পারে।

খ) পানিতে সহনীয় পর্যায়ের আয়রণ থাকার কথা বলা হলেও গৃহস্থালী কাজে পানি ব্যবহারকারীগণের পানিতে আয়রণ থাকায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তর সাময়িকভাবে নলকূপের পানি আয়রণ মুক্ত করার জন্য স্বল্প খরচে লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার করে পিএসএফ (Pond Sand Filter) অনুকরণে পানির ফিল্টার পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে পারে। ডিপিএইচই বিষয়টির কারিগরী ও আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাই করতে পারে।

গ) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর বর্তমানে নলকূপ স্থাপনে যে গড় গভীরতায় পানির স্তর অনুসরণ করে থাকেন সেটা বর্তমানে কার্যকরী নয় বলে বিবেচিত হওয়ায় বাংলাদেশে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পুনঃ সার্ভে করে নতুনভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের গড় গভীরতায় পানির স্তরের ম্যাপিং করতে পারে এবং সেটা কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এ বিষয়ে ডিপিএইচই দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারে ।

ঘ) প্রকল্পের নীতিমালা অনুসরণে শহর অঞ্চলে পানির উৎসের স্থান নির্বাচন না করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত অঞ্চলে স্থান নির্বাচন সীমাবদ্ধ রাখা প্রয়োজন। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলায় পৌর এলাকায় ৬টি পানির উৎসের স্থান নির্বাচন করার অনুরূপ সংস্কৃতি ভবিষ্যতে পরিহার করতে হবে।

ঙ) মৌলভীবাজার, সিলেট ও চট্টগ্রাম জেলায় বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ঐ অঞ্চলে দেশের অন্যান্য এলাকার চেয়ে আলাদা রেইট সিডিউল প্রনয়ণ করা যায় কিনা সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারে।

চ) যে সকল অঞ্চলে রিংওয়েল দ্বারা পানির চাহিদা পূরণ করা যায় সে সকল অঞ্চলে বেশি বেশি পরিমান রিংওয়েল বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে। বিষয়টি ডিপিএইচই পরীক্ষান্তে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

ছ) বিভাগীয়ভাবে মালামাল যথাসময়ে কর্মক্ষেত্রে পৌছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। যাতে কাজ সম্পাদনে বিলম্ব না ঘটে। এক্ষেত্রে ডিপিএইচই চাহিদা প্রেরণ ও চাহিদা প্রাপ্তির পর সরবরাহের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্দ্ধারণ করতে পারে।

জ) চট্টগ্রাম, সিলেট, মৌলভীবাজার, কুমিল্লা, নওগাঁ, নেত্রকোনা ইত্যাদি জেলার কিছু কিছু কাজে বেশী উর্দ্ধদরে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে যা বাঞ্ছনীয় নহে (পৃষ্ঠা নং-৩৬)। বিষয়টি বিভাগীয়ভাবে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এখানে লক্ষ্য করা যায় যে,বড় লটের (বেশী সংখ্যক উৎসের লটের) দরপত্রের দর বেশী । সে কারণে কম ভবিষ্যতে কম সংখ্যক উৎসের লট প্রস্তুত করে দরপত্র আহবান করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

ঝ) ইউনিয়ন WATSAN কমিটির কার্যক্রম পুণঃ চালু করলে এবং উৎসের স্থান নির্বাচনে সুচিন্তিত নূতন কিছু নীতি প্রণয়ন করলে সুফল পাওয়া যাবে। এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে পারে।

ঞ) জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের শূন্য পদসমূহ দ্রুত পূরণে ব্যবস্থা নিলে কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে।

ট) প্রকল্পের কাজের অগ্রগতির বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রকল্পের মেয়াদকাল বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হবে। উল্লেখ্য, ইতে প্রকল্পের মেয়াদকাল ১ বৎসর বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং বর্ধিত মেয়াদ জুন/২০১৪ পর্যন্ত নির্দ্ধারিত আছে। মেয়াদ প্রয়োজন হলে কমপক্ষে সমাপ্তিকালের ৩ (তিন) মাস পূর্বে সময় বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্চনীয় হবে।

ঠ) প্রকল্পের নলকূপগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিভাগীয় মেকানিক্সগণ নির্ধারিত সময় অন্তর অন্তর বাধ্যতামূলক স্থাপিত নলকূপগুলোর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট দাখিল করবেন এবং সে অ কর্তৃপক্ষ দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ড) *স্থান নির্বাচনে যথেষ্ঠ সতর্ক হলে দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী প্রকল্পটির মাধ্যমে যথেষ্ঠ উপকৃত হবে।*

ঢ) বিত্তহীন জনগনের পানি প্রাপ্তির সুবিধার্থে টিউবওয়েল স্থাপনে "কন্ট্রিবিউশন মানি" ইউনিয়ন পরিষদের থোক থেকে পরিশোধ করা যেতে পারে যাতে দরিদ্র জনগন অর্থ প্রদান ছাড়াই টিউবওয়েল পেতে পারে।

ণ) প্রকৃত গভীরতা মোতাবেক ঠিকাদারের বিল প্রদান করা বাঞ্চণীয়। অত্র প্রকল্পে যে সমস্ত ক্ষেত্রে বিল প্রদ ধরণের ব্যত্যয় ঘটেছে সে জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী দায়ী (৪র্থ অধ্যায়ে অনুঃ ৪(ণ)।